বিদ্যালয় পরিচিতি

কিশোরগঞ্জ জেলার বিস্তীর্ণ হাওড় অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র খ্যাত মিঠামইন উপজেলা সদরে অবস্থিত হাজী তায়েব উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়টি একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ গুরুদয়াল কলেজের ভিপি থাকাকালীন শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ মিঠামইনে (তৎকালীন নিকলী থানার অন্তর্গত) একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর একান্ত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ১৯৬৬ সালের ১৪ আগস্ট স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের অংশগ্রহণে তৎসময়ের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। এর পরপরই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ হিসেবে তিনি স্থানীয় গণ্যমান্য ও সাধারণ জনগণকে নিয়ে বেশ কয়েকটি সভা করেন এবং ১৯৬৭ সালে স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি ও অবস্থা সম্পন্ন কৃষকদের আন্তরিক সহযোগিতায় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও এলাকাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে ১৯৬৭ সালের ৬ই অক্টোবর মিঠামইনের ঐতিহ্যবাহী কাচারী প্রাঙ্গনে তৎকালীন কিশোরগঞ্জ মহাকুমা প্রশাসক জনাব এস এ বারী'র সভাপতিত্বে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম সভায় '**মিঠামইন উচ্চ বিদ্যালয়**' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৬৮ সালে ১ জানুয়ারি থেকে বিদ্যালয়টির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এলাকাবাসীর একান্ত অনুরোধে প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শহিদ মোঃ আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া (নিকলী জিসি হাইস্কুলের তৎকালীন সহকারী প্রধান শিক্ষক)। ঐ সময় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় সাবেক রাষ্ট্রপতির উদ্যোগকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তারা হলেন, জনাব হাজী তায়েব উদ্দিন (মহামান্য রাষ্ট্রপতির পিতা) , বিপ্লবী বাবু বনবাসী দাস, মিঠামইন তদন্ত কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোশারফ হোসেন, চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল গনি, বাবু মহিম চন্দ্র অধিকারী, বাবু কার্তিক চন্দ্র দাস, প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোঃ খোরশেদ আলম, আব্দুস সোবাহান চৌধুরী, মোঃ আজিজুর রহমান, বাবু ক্ষেত্রমোহন দাস, বাবু ক্ষিতিশ চন্দ্র বৈষ্ণব, বাবু সখিচরন অধিকারী।

পরবর্তীকালে বিদ্যালয় পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময় যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট কামরুল আহসান শাহজাহান, বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট মোঃ জিল্লুর রহমান, অষ্ট্রগ্রাম সার্কেলের সিআই বাবু মতিলাল দাস, মোঃ আব্দুস সামাদ, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হাই, মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম সিদ্দিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল আলম রতন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস শাহিদ ভূঁইয়া, প্রাক্তন চেয়ারম্যান আলহ্বাজ আছিয়া আলম, প্রাক্তন চেয়ারম্যান আলহ্বাজ আহমদ আলী চৌধুরী ও বর্তমান চেয়ারম্যান এডভোকেট শরিফ কামাল।

উল্লেখ্য আমাদের বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধে রয়েছে গৌরব উজ্জ্বল কৃতিত্ব। এ বিদ্যালয়ের সর্বমোট ২১ জন ছাত্র শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানসহ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এবং ১০ জন ছাত্র শিক্ষক শহীদ হয়েছেন। এ গৌরব আমাদের চিরদিন আকাশ সমান অনুপ্রেরণা যোগাবে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন বিশেষভাবে নিবেদিত প্রাণ হাজী তায়েব উদ্দিন সাহেবের সক্রিয় অবদান, আর্থিক সহযোগিতা এবং পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তানদের আর্থিক অনুদান বিবেচনায় এনে এলাকাবাসীর দাবির প্রেক্ষিতে সরকারি বিধি বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হক সরকারি কলেজের সম্মানিত প্রিন্সিপাল বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আব্দুল হক এর প্রচেষ্টায় ২০১৩ সালে **মিঠামইন উচ্চ বিদ্যালয়ের** নাম পরিবর্তন করে '**হাজী তায়েব উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়**' নামকরণ করা হয়।

সাবেক রাষ্ট্রপতি, মাননীয় সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশের মজা পুকুরটির মাটি ভরাট করে তার চারপাশে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ সহ বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের হাওর প্রকল্পের আওতায় একটি ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট পাঁচতলা মাল্টিপারপাস ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। একই প্রকল্পের আরেকটি ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ১০০ বেডের ৫ তলা ছাত্রাবাস নির্মাণাধীন। এছাড়াও শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের ৩০০০ স্কুল প্রকল্পের একটি

চারতলা ভবন এবং ৭০১৬ প্রকল্পের আর একটি চারতলা ভিত বিশিষ্ট একতলা ভবন খুব শীঘ্রই নির্মিত হবে। এ চারটি ভবন নির্মিত হলে বিদ্যালয়ের অবকাঠামো অবস্থার আর কোন অসুবিধা থাকবে না।

ইতিমধ্যে আমাদের বিদ্যালয়ে স্থাপিত হয়েছে আই এল সি(ICT learning centre)। স্থাপিত হয়েছে (Sheikh Rasel School of future)।আছে সমৃদ্ধ পাঠাগার, আছে আধুনিক বিজ্ঞানাগার, আছে BCC কম্পিউটার ল্যাব। সবকিছু মিলিয়ে শিক্ষা শিখনের এক আনন্দঘন গতিধারা এ বিদ্যালয়ে চলমান। এখন

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে আমরা সবাই আন্তরিকভাবে কাজ করছি।। গত তিন বছরের এসএসসি পরীক্ষায় A+ সহ পাশের হার ৯৩% এর ঊর্ধ্বে। প্রতিবছরই এ বিদ্যালয়ের জে এস সি এবং এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল দিন দিন ভালো হচ্ছে।আমরা আশা করছি কয়েক বছরের মধ্যেই কিশোরগঞ্জ জেলায় আমাদের বিদ্যালয়টি একটি সুসংহত অবস্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যবধি সাফল্যের সাথে পরিচালিত হওয়ায় ইতিমধ্যে বিদ্যালয়টি বিশাল হাওড় অঞ্চলে একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।